দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 11 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

পাবলিক লাইব্রেরির সময়সূচি

পাবলিক লাইব্রেরি পাঠক ফোরাম নামে নবগঠিত একটি সংগঠন সাপ্তাহিক ছুটির দিনে লাইব্রেরি খোলা রাখা এবং দৈনিক লাইব্রেরি খোলা রাখার সময় বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে। এ দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি তারা গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালকের কাছে পেশ করেছে এবং পরিচালক মহোদয় তাদের দাবি দাওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনারও আশ্বাস দিয়েছেন।

লাইব্রেরিতে পাঠ সুবিধা বাড়ানোর লক্ষ্যে কোন সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হয়। মানুষের পাঠাভ্যাস বাড়াতে এক সময় স্কুল, কলেজে, পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরি গড়ে তোলা হতো। বিশেষ করে স্কুল কলেজের লাইব্রেরি থেকে ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতেও বই নিয়ে পড়াশোনা করতে পারতো। হালে স্কুল কলেজের সংখ্যা কয়েকগুণ বাড়লেও লাইব্রেরির সংখ্যা বাড়েনি। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরি নেই। লাইব্রেরি থাকলেও শিক্ষার্থীদের পাঠ্য ও রেফারেন্স বইয়ের বাইরে কোন বই থাকে না। সে ধরনের বই পড়াকে উৎসাহিতও করা হয় না। সত্তর দশকের শুরুতেও দেখা গেছে শহরে বা গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় নতুন নতুন লাইব্রেরি ও ক্লাব। পাড়ার ক্লাবে ইনডোর গেইমের সরঞ্জামাদির পাশে বই ও পত্রিকা পড়ার ব্যবস্থাও থাকতো। সেই লাইব্রেরির স্থান নিয়েছে ভিডিও ক্লাব এবং হালের ক্রিকেট ফবিয়া। প্রায় পাঠাগারশূন্য পরিবেশে সরকারি লাইব্রেরিসমূহ কিছুটা হলেও পাঠকদের চাহিদা পূরণ করতে পারতো। কিন্তু সেই লাইব্রেরিগুলোর অবস্থা কি? সেখানে কি পর্যাপ্ত বই আছে? নেই। কেন্দ্রীয় বা জেলা পর্যায়ের কোন পাবলিক লাইব্রেরিতেই হালনাগাদ বইগুলো পাওয়া যায় না। পুরনো যেসব বই আছে তার বেশিরভাগই পাতা কাটা। মৌমাছি চাষ থেকে কৃত্রিম সুতা উৎপাদন সব ব্যাপারেই সরকারের পরিকল্পনা আছে, নিত্য নতুন উদ্যোগ আছে। কিন্তু লাইব্রেরি নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। পৃথিবীর বড় বড় লাইব্রেরিতে পাঁচ/ছয় বছর পর পুরনো বই বদলে নতুন বই সরবরাহ করা হয়। কিন্তু পাবলিক লাইব্রেরিতে তিরিশ/চল্লিশ বছরের পুরনো বইও বিদ্যমান। এসব বই শেলফের শোভা বাড়ালেও পাঠকের চাহিদা মেটায় না। প্রায়ই পাঠক তার কাঙ্ক্ষিত বইটি না পেয়ে ফিরে আসেন।

পাঠক ফোরাম ছুটির দিনে লাইব্রেরি খোলা রাখা, এর সময়সীমা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে। এই দাবির সঙ্গে পাঠপিপাসু কোন ব্যক্তিই দ্বিমত করবেন না। সরকারি কর্মকর্তারা কি করে ধরে নিলেন পাঠক শুধু অফিস চলাকালীন দিনগুলোতেই পড়াশোনা করে। পাঠকদের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী একথা সত্য। কিন্তু এই শিক্ষার্থীর বাইরেও বিপুল সংখ্যক পাঠক আছেন। তাদের জন্য ছুটির দিনে লাইব্রেরি খোলা থাকলে যেমন সুবিধা হয়, তেমনি লাইব্রেরির বর্তমান সময় বাড়িয়ে রাত ৮টা পর্যন্ত করলে বিভিন্ন সেক্টরে চাকরিরত ব্যক্তিরাও লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ পান। সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অফিস চলাকালীন কোন একদিন ছুটি রেখে সাপ্তাহিক ছুটির দুদিন লাইব্রেরি খোলা রাখলে অধিকসংখ্যক পাঠক এর সুযোগ লাভে সক্ষম হবে। একইভাবে জাতীয় জাদুঘর ও অন্য দর্শনীয় স্থানগুলোও ছুটির দিনে দর্শনার্থীর জন্য খুলে দিলে ভাল হয়।

সবশেষে লাইব্রেরির পরিচালক মহোদয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, তার এ আশ্বাস যেন নিছক রুটিন মাফিক না হয়। সত্যিকারভাবে যাতে এই আশ্বাস কার্যকর হয় সে ব্যাপারে অনতিবিলম্বে কার্যকর ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে প্রত্যাশা।